ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩২ বর্ষ ১৫ ও ১৬তম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১৬ ভাদ্র ১৪২৫, ৩১ আগস্ট ২০১৮

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের নেতৃত্বে শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

জাতীয় শোক দিবস পালিত

জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব অনেক বেশী শক্তিশালী- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী কুচক্রী মহল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে ইতিহাস থেকে তাঁর নাম মুছে দিতে চেয়েছিল। তাদের সে ষড়যন্ত্র সফল হয়নি। শিশু-কিশোর-যুবক সহ সকল বয়সের মানুষের মাঝে আজ বঙ্গবন্ধুর জীবন- দর্শনের প্রভাব প্রবাহিত হচ্ছে। জীবিত মুজিবের চেয়েও মৃত মুজিব এখন অনেক বেশী শক্তিশালী। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ আলী আকবর সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ, মুক্তিযোদ্ধা প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, কর্মচারী সমিতি, কারিগরি কর্মচারী সমিতি ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো: এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের একটি ঘৃণ্য দিন। এই দিনে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের কথা ছিল। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় জাদুঘরের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'বঙ্গবন্ধু : কারাগারের রোজনামচা ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী' শীর্ষক এক সেমিনার গত ৮ আগস্ট ২০১৮ জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ।

বঙ্গবন্ধুর বই নিয়ে সেমিনার

বঙ্গবন্ধুর ৪৩তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে 'বঙ্গবন্ধু : কারাগারের রোজনামচা ও অসমাপ্ত আত্মজীবনী' শীর্ষক এক সেমিনার গত ৮ আগস্ট ২০১৮ জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। জাতীয় জাদুঘরের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

জাতীয় জাদুঘরের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি শিল্পী হাশেম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। আলোচনায় অংশ নেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ। স্বাগত বক্তব্য দেন জাদুঘরের মহাপরিচালক আবদুল মান্নান ইলিয়াস।

মূল বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, যে বই দুটি সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে তা নিয়ে এর আগেও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ২০১২ সালে। বঙ্গবন্ধুর শৈশব থেকে শুরু করে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত তাঁর সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন ঘটনা এই বইটিতে স্থান পেয়েছে। 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থটিতে ১৯৬৬ সালের ২ জুন থেকে শুরু হয়ে ৬৮ সাল পর্যন্ত ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৬ দফা ও আগরতলা মামলার ঘটনাও রয়েছে। এটাকে একটা মানবিক দলিলও বলা যায়। সাধারণ ও গরিব মানুষের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে ভালবাসা ও প্রেম ছিল, সেই বিষয়গুলো বইটিতে খুবই গুরুত্ব পেয়েছে। দুটি বই আসলে জেলের মধ্যে লেখা। এতে অনেক মজার কথাও রয়েছে। বই দুটি সকলের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস বিশেষ।

শোকাবহ আগস্ট স্মরণে আলোকচিত্র প্রদর্শনী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে 'আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রদর্শনী গত ১ আগস্ট ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। শোকাবহ আগস্ট স্মরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের নির্মম গুলিতে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি বঙ্গবন্ধুসহ সকল শহীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করেন। উপাচার্য জাতির জনকের জীবন, কর্ম ও আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, দিনব্যাপী প্রদর্শনীতে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের ওপর ৪৫টি আলোকচিত্র স্থান পায়।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৩তম শাহাদাত বার্ষিকী ও শোকাবহ আগস্ট স্মরণে 'আলোকচিত্রে বঙ্গবন্ধু' শীর্ষক দিনব্যাপী এক প্রদর্শনী গত ১ আগস্ট ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু পরিবারের মূল্যবোধ অনুসরণ করা জরুরি- উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, বঙ্গবন্ধু পরিবারের মূল্যবোধ অনুসরণ করা জরুরি। সমাজে এর কিছুটা ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আশার জায়গা হলো, বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়টি নতুন করে জাগরিত হচ্ছে।

গত ১০ আগস্ট ২০১৮ শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল মিলনায়তনে 'শেখ কামাল ও সুলতানা কামাল স্মৃতি বিতর্ক-২০১৮' অনুষ্ঠানে উপাচার্য এসব কথা বলেন। রোকেয়া হল বিতর্ক অঙ্গন ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ ডিবেটিং সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপাচার্য আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে সামষ্টিক স্বার্থে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটা দেখে ভালো লাগে। কিশোর-কিশোরী, কোমলমতি শিক্ষার্থীরাও রাস্তায় নামে। সেই সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা মনে পড়ে। বঙ্গবন্ধু নিজেও যখন স্কুলছাত্র ছিলেন, তখন আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন।

রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদার সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নেহাল করিম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের প্রধান নির্বাহী মাশুরা হোসেন প্রমুখ।

জীবিত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব অনেক বেশী শক্তিশালী- উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারে সাজ সাজ রব চলছিল। কিন্তু তাঁর আর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা হয়নি। এর আগেই ঘাতকদের নির্মম বুলেটে তাঁকে শাহাদাৎ বরণ করতে হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার প্রতিবাদে তখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল। তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী প্রতিবাদকারীদের হত্যা করে সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেয়। দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়, যাতে কেউ বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করতে না পারে। সেই অবস্থা থেকে বাংলাদেশ এখন পরিত্রাণ পেয়েছে। শিশুরা আজ বঙ্গবন্ধুর ছবি, ৭ মার্চের ভাষণের ছবি, তাঁর দৈনন্দিন জীবনের ছবি আঁকছে। গ্রাম, গঞ্জ, পাড়া, মহল্লা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁকে নিয়ে আলোচনা চলছে। ভবিষ্যতেও এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শন ভিত্তিক কর্মনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে উপাচার্য বলেন, ১৯৭২ - ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু গৃহীত কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

উল্লেখ্য, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল- সকল ভবন ও হলে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কালো পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, আলোচনা সভা, আলোকচিত্র প্রদর্শনী, শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা প্রভৃতি। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী এবং চারুকলা অনুষদ আয়োজিত শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বাদ যোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদসহ প্রত্যেক হল ও আবাসিক এলাকার মসজিদে দোয়া মাহফিল এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে গত ১৫ আগস্ট ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র চত্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। পরে তিনি প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির উদ্যোগে গত ১২ আগস্ট ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" শীর্ষক জাতীয় বক্তৃতা ও বারোয়ারি বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেটিং সোসাইটির মডারেটর অধ্যাপক ড. মাহবুবা নাসরীন। এতে সভাপতিত্ব করেন ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি এস এম রাকিব সিরাজী।

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষ্যে আদিবাসী কল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে "আমাদের আদিবাসী ভাষা ও সাহিত্য" শীর্ষক এক আলোচনা সভা এবং মাতৃভাষায় কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান গত ৩ আগস্ট ২০১৮ শাহবাগ গণগ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) এবং জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সাবেক সংসদ সদস্য এথিন রাখাইন।

ঢাবি ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে অনলাইনের মাধ্যমে ভর্তির আবেদন করার সময়সীমা বর্ধিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণীতে অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভর্তির আবেদন করার সময়সীমা আগামী ২৮ আগস্ট ২০১৮ মঙ্গলবার দুপুর ২টা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এর আগে এই সময়সীমা ছিল আগামী ২৬ আগস্ট ২০১৮ রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈদ-উল-আযহার ছুটি বিবেচনায় নিয়ে আবেদনের এই সময়সীমা বর্ধিত করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অনলাইনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়া গত ৩১ জুলাই ২০১৮ মঙ্গলবার শুরু হয়।

গোলাম সারওয়ার-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, দৈনিক সমকাল পত্রিকার সম্পাদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত স্বনামধন্য সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, গোলাম সারওয়ার শুধুমাত্র একজন সাংবাদিক ছিলেন না, তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সৃজনশীল প্রতিভার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র ব্যবস্থাপনার বিকাশে তাঁর অবদান দেশবাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

গোলাম সারওয়ার ১৯৪৩ সালের ১লা এপ্রিল বরিশাল জেলার বানারীপাড়া উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থায় ১৯৬২ সালে চট্টগ্রামের 'দৈনিক আজাদী'র বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসেবে তাঁর সাংবাদিকতা পেশা শুরু। এরপর তিনি দৈনিক পয়গাম, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক সমকাল পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর বানারীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনে কিছুদিন প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োজিত ছিলেন। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ২০১৪ সালে তিনি দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান 'একুশে পদক' লাভ করেন।

১৯৭৩ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সিনিয়র সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন। ইত্তেফাকে দীর্ঘ দুই যুগ কর্মরত থাকার পর ১৯৯৯ সালে দৈনিক যুগান্তরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন দৈনিক সমকাল। আমৃত্যু তিনি দৈনিক সমকালের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

২০১৬ সালে তিনি 'কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি) আজীবন সম্মাননা' এবং ২০১৭ সালে 'আতাউস সামাদ স্মারক ট্রাস্ট আজীবন সম্মাননা' অর্জন করেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও তিনি সেন্সর বোর্ডের আপিল বিভাগের সদস্য এবং সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া, তিনি একাধিকবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের (পিআইবি) চেয়ারম্যান ছিলেন।

উল্লেখ্য, গোলাম সারওয়ার সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৩ আগস্ট ২০১৮ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ১৩ আগস্ট ২০১৮ একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, এম.পি.।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৪ আগস্ট ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সনজিত চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি, প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি রেজওয়ানুল হক চৌধুরী শোভন ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানি।

'বিলকিস জাহান-মাহবুবুল হক বৃত্তি তহবিল' গঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগে "বিলকিস জাহান-মাহবুবুল হক বৃত্তি তহবিল" গঠন করা হয়েছে। এই বৃত্তি তহবিল গঠনের লক্ষ্যে প্রয়াত ডা. মাহবুবুল হকের মেয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. পারভীন হক ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৪ আগস্ট ২০১৮ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ কামরুজ্জামান মজুমদারের কাছে হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, প্রয়াত ডা. মাহবুবুল হক এবং প্রয়াত বিলকিস জাহান হক দম্পতির চার সন্তান অনুদানের এই অর্থ প্রদান করেছেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ড. ফারাহ দীবাহ, সহযোগী অধ্যাপক মোছাম্মৎ নাজমা খাতুন, সহকারী অধ্যাপক মিসেস জোবেদা খাতুন এবং সহকারী অধ্যাপক মো. শাহানুর হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এই বৃত্তি তহবিলের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের কয়েকজন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই অনুদানের জন্য দাতাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি প্রয়াত ডা. মাহবুবুল হক এবং প্রয়াত বিলকিস জাহান হক-এর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এই অনুদানের মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের মেধাবী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'আন্তঃবিভাগ ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০১৮-১৯' (উত্তর ও দক্ষিণ)-এর ফাইনাল খেলা গত ১১ আগস্ট ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলা শেষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চ্যাম্পিয়ন দলের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। খেলায় উত্তর অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ও রানার আপ হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ। দক্ষিণ অঞ্চলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ ও রানার আপ হয়েছে ফলিত গণিত বিভাগ। ছবিতে প্রধান অতিথির সাথে বিজয়ী খেলোয়াড়দের দেখা যাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে দৈনিক সমকাল পত্রিকার সম্পাদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত স্বনামধন্য সাংবাদিক গোলাম সারওয়ার-এর কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সাদেকা হালিমসহ অন্যান্যরা।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

যুক্তরাজ্যের অধ্যাপক

যুক্তরাজ্যের ইউসিএল (ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন) ইনস্টিটিউট ফর রিস্ক এন্ড ডিজাস্টার রিডাকশন-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. পিটার সেমন্ডস্ গত ৮ আগস্ট ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল এবং শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান মো. তৌহিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন-এর মধ্যে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন, রোহিঙ্গা সংকট এবং সংকট ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। শিগ্‌গিরই এ সংক্রান্ত একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

এরআগে, অধ্যাপক ড. পিটার সেমন্ডস্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদ আয়োজিত "Earthquake Induced Hazard: Mitigation and Response Approach" শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তৃতা দেন।

জাপানী অধ্যাপক

জাপানের টিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাকাকি উশিওকা গত ১৬ আগস্ট ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফিরোজ আহমেদ এবং জাপান বাংলাদেশ কালচারাল ফাউন্ডেশনের সিইও শেখ এমদাদ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের টিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা প্রকল্প চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল করতে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকদের মধ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। জাপানী অধ্যাপক ড. তাকাকি উশিওকা আগামী বছর এপ্রিল মাসে টিকো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আমন্ত্রণ জানান। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ দেন।

যুক্তরাজ্যের ইউসিএল (ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন) ইনস্টিটিউট ফর রিস্ক এন্ড ডিজাস্টার রিডাকশন-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. পিটার সেমন্ডস্ গত ৮ আগস্ট ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জাপানের টিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তাকাকি ইউশিওকা গত ১৬ আগস্ট ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

জেনারেল এম এ জি ওসমানী স্মারক বক্তৃতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের উদ্যোগে গত ৩০ জুলাই ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে 'জেনারেল এম এ জি ওসমানী স্মারক বক্তৃতা ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমেদ আবদুল্লাহ জামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। 'Tourism for National Development of Bangladesh: An Opportunity or a Mirage' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা উপস্থাপন করেন সাবেক সচিব এবং ইতিহাস বিভাগ অ্যালামনাই এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী। বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ইতিহাসের অংশ জেনারেল এম এ জি ওসমানীর অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, জেনারেল এম এ জি ওসমানী বাংলাদেশের ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত। ১৯৭০ এর নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৭১ এ মুজিবনগর সরকার গঠন ও পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। বাংলাদেশের জন্মের সাথে তিনি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকবেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বিভাগীয় প্রায় ৪০জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের একটি প্রতিনিধিদলের কানাডা যাওয়ার প্রাক্কালে উপাচার্যের সাথে সাক্ষাৎ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের চার শিক্ষকসহ অনুষদের সান্ধ্যকালীন কোর্সের ৩২জনের একটি প্রতিনিধিদল কানাডার সাসকেচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে ১৭-দিনের সফরে ঢাকা ত্যাগ করে। যাওয়ার প্রাক্কালে প্রতিনিধিদলটি গত ৩ আগস্ট ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের শিক্ষকরা হলেন- ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ রকিব উদ্দিন ভূঁইয়া, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. নাজমুল হাসান ও প্রভাষক সাবিহা ফারজানা মুনমুন এবং অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ শরিয়ত উল্লাহ।

উল্লেখ্য, প্রতিনিধিদলটি ৩ আগস্ট ২০১৮ থেকে আগামী ১৭ আগস্ট ২০১৮ পর্যন্ত সফর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের চার শিক্ষকসহ অনুষদের সান্ধ্যকালীন কোর্সের ৩২জনের একটি প্রতিনিধিদল কানাডার সাসকেচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে ১৭-দিনের সফরে ঢাকা ত্যাগ করে। যাওয়ার প্রাক্কালে প্রতিনিধিদলটি গত ৩ আগস্ট ২০১৮ শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী গত ২ আগস্ট ২০১৮ উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল "গণমাধ্যম, গণমানুষ, গণতন্ত্র"। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দিনব্যাপী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা ও কৃতী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান। উল্লেখ্য, ১৯৬২ সালে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের যাত্রা শুরু হয়।

বিভাগের ৫৬বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে মোজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েন-এর সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে "গণমাধ্যম, সমাজ ব্যবস্থা ও গণমানুষের মুক্তি" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি বিভাগের এমিরিটাস অধ্যাপক ড. এ এফ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মানব কল্যাণ ও সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করার জন্য গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, অসত্য সংবাদ সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ায়। এতে প্রতিষ্ঠান ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 'গণমাধ্যম, সাংবাদিকতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক দর্শন এক ও অভিন্ন' উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ জ্ঞান সৃষ্টি ও সত্য উদ্‌ঘাটন করা। গণমাধ্যমও সত্য উদ্‌ঘাটনে কাজ করে। মানব কল্যাণ সাধনই উভয়ের লক্ষ্য। মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গণমানুষের চাহিদা মেটাতে স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যম কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।

Institutional Quality Assurance Cell শীর্ষক উপ-প্রকল্পের সমাপনী সভা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)" শীর্ষক উপ-প্রকল্পের সমাপনী সভা গত ২৯ জুলাই ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের বিশেষ সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

অধ্যাপক ড. রহমত উল্যাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কোয়ালিটি এস্যুরেন্স ইউনিটের প্রধান অধ্যাপক ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় IQAC-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা। এছাড়া, আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিভাগ ও ইনস্টিটিউটের প্রধানগণ এবং সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট এর দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ।

একুশ শতকের চাহিদা পূরণে উচ্চ শিক্ষায় মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক আয়োজিত ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ মেয়াদে 'প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিশ্চিত করণ' উপ-প্রকল্পের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৩টি বিভাগ ও ইনস্টিটিউটে সেল্‌ফ অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

'মেধা ও মননে সুন্দর আগামী' প্রতিপাদ্য নিয়ে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এবং এথিক্স ক্লাব বাংলাদেশ সোসাইটি-এর যৌথ আয়োজনে গত ৩ আগস্ট ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে "বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন-২০১৮" অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

গত ৩১ জুলাই ২০১৮ বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন, ঢাকা জেলা আয়োজিত 'ঢাকা জেলা সম্মেলন এবং কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা-২০১৮' বাংলাদেশ শিশু একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান ও প্রাথমিক শিক্ষা ঢাকা বিভাগের বিভাগীয় উপ-পরিচালক ইন্দু ভূষণ দেব। সাবেক সচিব ও বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা সৈয়দ মার্গুব মোর্শেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশনের মহাসচিব মনোয়ারা ভূঞা। ছবিতে উপাচার্যকে কৃতী শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করতে দেখা যাচ্ছে।

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক ও বৃত্তি পেলেন ৭ ছাত্রী

স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদভুক্ত উর্দু বিভাগের ছাত্রী ফারহানা ইয়াছমিন "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক" লাভ করেছেন। এছাড়া, বিভিন্ন বিভাগের ৬জন ছাত্রীকে "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল মেধা বৃত্তি" প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- সুমনা আখতার সুমি (মার্কেটিং), নাসরিন জেবিন (শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন), জান্নাতুল ফেরদৌস আইরিন (মার্কেটিং), মোছা: মুশফিকা জাহান (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা), শাওলিন শাওন (টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি) এবং উম্মে সালমা (ফিন্যান্স)। গত ৮ আগস্ট ২০১৮ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী ছাত্রীদের হাতে স্বর্ণপদক ও বৃত্তির চেক তুলে দেন। বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের ৮৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবসহ ১৫ই আগস্টে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের শিকার বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। পরে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মরণে প্রকাশিত স্মারক সংকলন-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যের শুরুতেই উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হয়েছেন, এর পেছনে মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের অনন্যসাধারণ ভূমিকা ছিল। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘরের মধ্যে থেকে তিনি পরামর্শ, সাহস, অণুপ্রেরণা ও সকল কাজের সহযোগিতা দিয়ে গেছেন। নতুন প্রজন্মের ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে উপাচার্য বলেন, তোমাদের মাঝে নতুন চেতনাবোধ, দর্শনের এক উদ্দীপনা ও অণুপ্রেরণা হলো বঙ্গমাতার জীবন ও আদর্শ। বঙ্গমাতার কর্মপ্রয়াস ও আদর্শ অনুসরণ করে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে একজন ভালো মানুষ হতে শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

"জেন্ডার প্রেক্ষিতে বঙ্গমাতার জীবনাদর্শন" শীর্ষক বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব স্মারক বক্তৃতায় বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় সমাজে নারীর অবস্থান সম্পর্কে বিশদভাবে আলোকপাত করেন। বঙ্গমাতার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বঙ্গমাতা বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একজন সাহসী নারী। দুর্বার সাহসে ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্নে তিনি দিয়েছিলেন দূরদর্শী চিন্তার বার্তা। স্মারক বক্তা আরও বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা আপন আলোয় জেন্ডার তত্ত্বকে নিজেরে জীবনে বিস্তার ঘটিয়েছিলেন। দু'জনের দূরদর্শী চেতনাবোধ সমাজ আকঙ্ক্ষার স্বপ্ন পূরণ ঘটায়। এই প্রজন্ম বঙ্গমাতার কর্মযোগ থেকে চিন্তার আলো দেখে নেবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং ট্রাস্ট ফান্ডের সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক শাহানা নাসরীন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জাকিয়া পারভীন।

শেখ রাসেল বৃত্তি পেলেন ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ৬শিক্ষার্থী

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজের ৫ম শ্রেণীর ৫জন ও ১০ম শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থী শেখ রাসেল বৃত্তি পেয়েছে। ১৩ আগস্ট ২০১৮ সোমবার বিদ্যালয় মিলনায়তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সেলিনা বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক সৈয়দা তাহমিনা আখতার। এছাড়া, উপাধ্যক্ষ মিসেস সেলিনা আক্তার, মীর মো. ছাদেক উজ্জামান, কাজী নূরুল ইসলাম, ড. টাইমুর-আল মোবারক এবং ইউলেসার সাধারণ সম্পাদক আনিসুর রহমান লিটু বক্তৃতা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পরিবারের নিহত সকল সদস্যের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, ১৯৭৫ সালে শেখ রাসেল এই স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। ইতিহাসের বর্বরোচিত ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড কখনো ভুলে যাবার নয়, এই শোককে শক্তিতে রূপান্তরিত করার প্রত্যয় নিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যেতে হবে। উপাচার্য আরও বলেন, জাতির পিতার পরিবারের ঐতিহ্য ও জীবন দর্শন থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব।

এছাড়া, অনুষ্ঠানে পারভেজ জামাল পিকু বৃত্তি প্রদান করা হয় ৮ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ২জন শিক্ষার্থীকে।

বরেণ্য সংগীত শিল্পী রুনা লায়লাকে 'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার' প্রদান

দেশের বরেণ্য সংগীত শিল্পী রুনা লায়লাকে "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার" প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড"-এর উদ্যোগে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৩০ জুলাই ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে রুনা লায়লার হাতে স্বর্ণপদক ও পুরস্কার তুলে দেন। প্রয়াত শিল্পী ফিরোজা বেগমের ৯২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো: কামাল উদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো: দেলোয়ার হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন এসিআই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা এম আনিস উদ দৌলা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন মিসেস টুম্পা সমদ্দার। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

'ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক ও পুরস্কার' লাভ করায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রুনা লায়লাকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, একজন কিংবদন্তী শিল্পীর নামে প্রবর্তিত স্বর্ণপদক ও পুরস্কার আরেকজন কিংবদন্তী শিল্পী লাভ করলেন। শিল্পী রুনা লায়লা বাংলা সংগীতকে বিশ্ব দরবারে সমৃদ্ধরূপে উপস্থাপন করেছেন বলেও তিনি মন্তব্য করেন। প্রয়াত শিল্পী ফিরোজা বেগমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে উপাচার্য বলেন, নজরুল সংগীতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে তিনি অনন্য অবদান রেখে গেছেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত বিভাগের ২০১৭ সালের বিএ সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় উর্মি ঘোষ "ফিরোজা বেগম স্মৃতি স্বর্ণপদক" লাভ করেছেন।

প্রসঙ্গত: শিল্পী ফিরোজা বেগম ১৯২৬ সালের ২৮ জুলাই ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশভাগ নিয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত

'পার্টিশন পলিটিক্স : ইমপ্যাক্টস অন সোসাইটি, ইকোনমি, কালচার অ্যান্ড ইন্দো-বাংলা রিলেশনস (১৯৪৭-২০১৮)' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন গত ১১ আগস্ট ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফ্‌ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে সম্মানিত অতিথি ছিলেন ভারতের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মহারানা প্রতাপ চেয়ার অধ্যাপক ড. যশপাল কৌর ধানজু। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জানা-ইতিহাস চর্চা কেন্দ্র ও রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কালেক্টিভ (আরডিসি)। এই আয়োজনে সহযোগিতা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোস্যাল সায়েন্সেস (কারাকাস), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ভারতীয় হাইকমিশন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাতীয় অধ্যাপক ড. রফিকুল ইসলাম বলেন, দেশ বিভাগের মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদের শুরু হয়। ৫৬ শতাংশ মানুষের ভাষা বাংলা সত্ত্বেও আমরা পাকিস্তানে মাইনরিটি হয়ে গেলাম। তারা বাংলা সংস্কৃতি-ঐতিহ্য ধ্বংস করার চেষ্টা করল। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়। তিনি আরও বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাকিস্তানের ৫৬ ভাগের মানুষ ছিল বাঙালি। কিন্তু বাঙালিরা তখন সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। সব ক্ষেত্রে তারা বঞ্চিত হয়। ১৯৪০ সালের পর থেকে ভাষা ইস্যুতে আমাদের বিরোধিতা শুরু হয় এবং ১৯৫২ সালে এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়।

সভাপতির বক্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, ইতিহাসবিদ এবং রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ কিছু কারণ শনাক্ত করেছেন যা ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে ত্বরান্বিত করেছে। তাদের একটি সিদ্ধান্তে প্রতিয়মান হয় যে, অন্যান্য কারণ থাকলেও রাজনীতি দেশভাগের প্রধান কারণ। তিনি আরও বলেন, দেশভাগের পর অনেকগুলো বিষয়ের জন্ম হয়। এর মধ্যে একটি হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ফলে বাংলাদেশের জন্ম।

সেমিনারে দেশি-বিদেশি প্রায় শতাধিক গবেষক অংশ নেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫